সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১৮

WEEKLY BOOKLET:218

ফয়যানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পরিচিতি
- দোয়াত কলম বয়সের শেষ পর্যন্ত সাথে
- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইবাদত
- জ্ঞানের সমুদ্র

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে কেউ **"ফয়যানে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল"** পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচাও, মদীনায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়ায় শাহাদতের মৃত্যু নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবু মুজাফফর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একদিন রাস্তা ভুলে গেলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখলাম এবং তিনি বললেন: "আমার সাথে এসো।" আমি তার সাথে গেলাম। আমার ধারণা হলো ইনি হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام। আমার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁর নাম খিযির বললেন, তাঁর সাথে আরো একজন বুযুর্গও ছিল, আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে বললেন: ইনি হলেন হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام। আমি আরয করলাম: **আল্লাহ**

পাক আপনাদের উপর দয়া করুক, আপনারা দুইজন কি **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছেন? তারা বললেন: হ্যাঁ। আমি আরয করলাম: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট শ্রবণ করা বাণীসমূহ শুনান যাতে আমি আপনাদের নিকট থেকে বর্ণনা করতে পারি। তাঁরা বললেন যে আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করে, তার অন্তর নিফাক থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেমনিভাবে পানি দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যায়। তাছাড়া যে ব্যক্তি "صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد" পাঠ করে, তবে সে নিজের উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে নেয়।

(আল কওলুল বদী, ২৭৭ পৃষ্ঠা। জযবুল কুলুব, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অলি আল্লাহকে আদব করার বরকতে ক্ষমা লাভ

এক ব্যক্তিকে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলো: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম: কোন আমলটি কাজে এসেছে? উত্তর দিলো: একবার ইমাম আহমদ

www.dawateislami.net

বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নদীর পাড়ে অযু করছিলেন এবং সেখানেই আমি উজানের দিকে অযু করার জন্যে বসে গেলাম, যখন আমার দৃষ্টি ইমাম সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিকে পড়লো তখন সম্মানার্থে ভাটির দিকে এসে গেলাম। ব্যস সেই "অলির সম্মান" এর আমলটি কাজে এসে গেলো এবং আমার ক্ষমা হয়ে গেলো। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১৯৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমাল না দেখে ইয়ে দেখা, হে মেরে অলি কে দর কা গদা
খালিক নে মুঝে ইউ বখশ দিয়া, سُبْحٰنَ الله سُبْحٰنَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বড় বড় ওলামাা সালাম করতে আসতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের সম্মান করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মন-প্রাণ থেকে সম্মান করা মাগফিরাতের কারণও হতে পারে, যেমন এখনি হাম্বলী মাযহাবের মহান বুযুর্গ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানের ব্যাপারে ঈমান সতেজকারী ঘটনা

www.dawateislami.net

পাঠ করেছেন। হযরত ইদ্রিস বিন আব্দুল করিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি অসংখ্য ওলামায়ে কেরামকে দেখেছি যে, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, সম্মান করতেন এবং শুধুমাত্র সালাম করার উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৮৩, নম্বর ১৩৬১৩)** শুধু তিনি নন বরং তাঁর শিষ্যদেরও অনেক আদব ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো, যেমনটি তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হযরত মারুযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত হাজ্জাজ বিন শায়ের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তখন তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন: হে সিদ্দিকীনের খাদেম! আপনাদের প্রতি সালাম। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে হাম্বলীর প্রবর্তক, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক নাম "আহমদ" এবং উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রবিউল আউয়াল ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদ শরীফে জন্মগ্রহন করেন, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

সাথে তাঁর বংশ মিলেছে, তিনি প্রসিদ্ধ তাবে তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন। (তাবে তাবেয়ীন তাঁদেরকে বলা হয় যারা সাহাবিয়ে রাসূলের সাক্ষাতকারী তাবেয়ী বুযুর্গদের যিয়ারত করেছেন।) তাঁর সম্মানিত পিতা তাঁর বাল্যকালেই ইন্তিকাল করেন, আর তাঁর দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব বাল্যকালেই তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের উপরই এসেছিলো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৭৪, নম্বর ১৩৫৬৩)

ইলমে দ্বীনের স্পৃহা

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা (অর্থাৎ পুত্র) হযরত আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিতা আম্মাজান বলেছেন যে, আমি ১৬ বছর বয়সে হাদীসে পাকের ইলম অর্জন করা শুরু করে দিয়েছি এবং অনেকসময় অন্ধকার রাতেই হাদীসের জ্ঞানার্জনের জন্যে ঘর থেকে বের হতে উদ্ধত হতাম, তখন আমার সম্মানিতা আম্মাজান (মমতার কারণে) আমার কাপড় ধরে নিতেন এবং বলতেন সকাল হতে দাও যাতে মানুষের চলাচল শুরু হয়ে যায়। (মানাকিবে ইমাম আহমদ, ৩১ পৃষ্ঠা) ইলমে দ্বীন অর্জনের স্পৃহায় তিনি কূফা, বসরা, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, হেজাযে মুকাদ্দাস (অর্থাৎ আরব শরীফ), জাযীরা ইবাদান ইত্যাদির

www.dawateislami.net

সফর করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকবো যতক্ষণ না কবরে প্রবেশ করি।

(মানাকিবে ইমাম আহমদ, ৩৭ পৃষ্ঠা)

ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা মক্কায়ে মুকাররমায় কারো ঘরে অবস্থান করলাম, সেখানে হযরত আবু বকর বিন সামাআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থাকতেন, তিনি বর্ণনা করলেন যে, একবার আমার ঘরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও অবস্থান করেছিলেন, তখন আমি ছোট্ট ছিলাম। আমাকে আমার মা বললেন: ইনি একজন নেককার ব্যক্তি, তাঁর খেদমতে লেগে যাও। আমি তাঁর খেদমত করতে লাগলাম, তিনি হাদীসে পাকের ইলম অর্জন করার জন্যে তাশরিফ নিয়ে যেতেন, একবার তাঁর জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেলো। আমার আম্মাজান তাঁকে বললেন যে, আপনার জিনিসপত্র চোর চুরি করে নিয়ে গেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র এতটুকুই জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার হাদীসে পাকের পাতাগুলো (Page) কোথায়? আম্মাজান বললেন: সেগুলো তাকের মধ্যে রাখা আছে। এটা ব্যতীত তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯১, নম্বর ১৩৬৫০)**

www.dawateislami.net

জযবায়ে হুসনে আমল হে অউর না ইলম
নাকিস ও বেকার হোঁ কর দো করম

দোয়াত কলম শেষ বয়স পর্যন্ত সাথে

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হযরত সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি আমার সম্মানিত আব্বাজানের হাতে দোয়াত কলম দেখে আরয করলো: হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি এতো বড় মর্যাদায় পৌঁছে গেছেন যে, আপনি মুসলমানদের ইমাম, তবুও আপনার হাতে দোয়াত কলম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: দোয়াত কলম কবর পর্যন্ত সাথে থাকবে। (মানাকিবে ইমাম আহমদ, ৩৭ পৃষ্ঠা)

ইলমে দ্বীন অর্জনে লজ্জা কিসের?

এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে হাতে জুতা নিয়ে দৌঁড়াতে দেখে তাঁকে আরয করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! কতোদিন বাচ্চাদের সাথে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকবেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধুমাত্র এতটুকু উত্তর দিলেন: মৃত্যু পর্যন্ত। (মানাকিবে ইমাম আহমদ, ৩৭ পৃষ্ঠা)

চারজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমাম

হে আশিকানে আউলিয়া! চারজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ, ইমামে আযম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক

www.dawateislami.net

এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن হলেন আউলিয়ায়ে কিরাম, চারজন বুযুর্গানে দ্বীন আদব ও সম্মানের উপযুক্ত। আমাদেরকে এইসব বুযুর্গদের মন প্রাণ দিয়ে সম্মান ও আদব করতে হবে। চারজন ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই চারজনের ভক্ত ও অনুসারীরা পরস্পর ভাই ভাই, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে গোঁড়ামীর (অর্থাৎ দাম্ভিকতা) কোন কারণ নেই। আমার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেন:

মালেকী হো হাম্বলী হো হানাফী হো ইয়া শাফেয়ী
মত তায়াসসুব রাখনা অউর করনা না উনসে দুষমনী

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আযমের শাগরেদের শাগরেদ

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি সর্বপ্রথম ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে হাদীসে পাক লিখা শুরু করেছি। (মানাকিবে ইমাম আহমদ, ২৬ পৃষ্ঠা) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কঠিনতম মাসআলার জ্ঞান আপনি কোথা থেকে অর্জন

করেছন? বললেন: ইমাম মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কিতাবাদি হতে। (মানাকিবে আবু হানিফা ওয়া সাহিবিয়া লিয যাহবী, ৭৯-৮৬ পৃষ্ঠা) আর ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাগরেদ। (তারিখে বাগদাদ, ৫/১৭৯) (যেনো ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইমামে আযমের শশাগরেদের শাগরেদ।)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি ভালবাসা

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি চল্লিশ বছর যাবত যেই নামায পড়ছি তাতে হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্যে অবশ্যই দোয়া করি। তাঁর শাহজাদা আরয করলো: আব্বাজান! এই শাফেয়ী কে, যার জন্যে আপনি দোয়া করেন? তখন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমার পুত্র! হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়ার জন্যে সূর্যের মতো এবং মানুষের জন্যে সহজতার কারণ ছিলো, তো এখন বলো! এই দু'টি বৈশিষ্টের মধ্যে কেউ কি তাঁর প্রতিনিধি রয়েছে? (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ১/৪৬)

www.dawateislami.net

তাকওয়া ও পরহেযগারীতা

হযরত ইদ্রিস হাদ্দাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বের জন্যে মক্কায়ে পাকে উপস্থিত হলেন, তখন সেখানে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অভাবের সম্মুখীন হলেন। তাঁর নিকট একটি বালতি ছিলো। তিনি তা কোন জিনিসের বদলে একজন সবজি ওয়ালার নিকট বন্ধক রাখলেন। যখন **আল্লাহ পাক** তাঁর অভাব দূর করে দিলেন তখন তিনি ঐ সবজি ওয়ালার নিকট আসলেন এবং তাকে টাকা দিয়ে নিজের বালতিটি চাইলেন। সবজি ওয়ালা একই রকম দু'টি বালতি আনলো এবং বলতে লাগলো: আমার আপনার বালতির সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে, আপনি এর মধ্য থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নিন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমিও তো সন্দেহে আছি যে, কোনটি আমার বালতি? **আল্লাহ পাকে**র শপথ! আমি এটা একেবারেই নিবো না। সবজি ওয়ালা বললো: **আল্লাহ**র শপথ! আমিও এটা না দিয়ে ছাড়বো না। শেষ পর্যন্ত উভয়ে ঐ দু'টি বিক্রি করে টাকা সদকা করে দেয়ার উপর একমত হলো। (হেকায়াতে অউর নসিহতে, ৪৩১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

কবর ও আখিরাতের ভয়

হে আশিকানে আউলিয়া! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে কিভাবে বেঁচে থাকতেন অথচ নিশ্চিত দু'টির মধ্য একটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই ছিলো কিন্তু যেহেতু তা পরস্পর এমনভাবে মিশে গিয়েছিলো যে, নিজের বালতি কোনটা ছিলো তা বুঝা যাচ্ছিলো না, অতএব তিনি গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলেন। সবজি বিক্রেতার খোদাভীরুতার প্রতি শতকোটি মারহাবা! সেও নিজের জিনিসকে **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করতে রাজি হলো। আহ! আমরাও যদি সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। সন্দেহযুক্ত জিনিস অন্তরের অবস্থা খারাপ করে এবং নেকী সমূহে মন লাগাতে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, ইমাম আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বান্দার যেই জিনিসগুলো রাতে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত থেকে বঞ্চিতকারী অথবা এর দীর্ঘ অলসতার কারণ হয়, তা হলো তিনটি: (১) সন্দেহযুক্ত জিনিস খাওয়া (২) বারবার গুনাহ করা (৩) অন্তরে দুনিয়াবী ভালবাসা প্রাধান্য হওয়া। (কুতুল কুলুব, ১/৭৬)

আশিকে মাল ইস মে সুচ আখির কিয়া উরুজ ও কামাল রাখা হে?
তুঝ কো মিল জায়ে গা জু কিসমত মে তেরী, রিযকে হালাল রাখা হে

www.dawateislami.net

সুন্নাতের উপর আমলের প্রেরণা

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি তরমুজ খেতেন না। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তখন তিনি বললেন: আমাকে এটা ভক্ষণ করা থেকে শুধুমাত্র এই জিনিসটি বিরত রাখে যে, আমার জানা নেই যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা কিভাবে আহার করেছিলেন।

(ফয়যুল কদীর, ৪/৪৭৭, হাদীস ৫৬১৮)

হযরত আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার ধারণা অনুযায়ী ঐ বুযুর্গ হলেন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। **(ইসলাহে আমাল, ১/১২০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাম্বলী মাযহাবের মহান বুযুর্গ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কত বড় আশিকে রাসূল এবং আশিকে সুন্নাত ছিলেন, আহ! আমাদেরও যদি সুন্নাতের উপর আমলের মহান প্রেরণা নসীব হয়ে যেতো, আফসোস! আমরাতো অনেক সুন্নাত সম্পর্কে জানার পরও আমল করিনা, সালাম করা সুন্নাত কিন্তু অলসতা হয়ে যায়, আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাত করা সুন্নাত কিন্তু আমাদের মুচকি হাসিতো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বন্ধুদেরই (Friend circle) জন্য হয়ে থাকে, ডান হাতে

www.dawateislami.net

পানাহার, দেয়া, নেয়া সুন্নাত কিন্তু অমনোযোগীতা অথবা অজানা প্রতিদিন অনেক কাজেই এই সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রাখা হয়না। সুন্নাত অনুযায়ী হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পোষাক পরিধান করার ক্ষেত্রে তো নিত্য নতুন ফ্যাশন বাধা হয়ে যায়, আহ! যদি সুন্নাতের সাড়া পরে যেতো এবং প্রত্যেক মুসলমান উঠতে-বসতে সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি হয়ে যেতো।

হে আশিকানে রাসূল! সুন্নাতেই মহত্ব, সুন্নাতেই বরকত, সুন্নাতেই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশান্তি। সুন্নাতেই মুক্তি এবং সুন্নাতের উপর আমল করার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য নিহিত। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য ভালো নিয়্যত সহকারে সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩টি বাণী: (১) কিয়ামতের দিন **আল্লাহ**র আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ব্যক্তি **আল্লাহ**র আরশের ছায়ায় থাকবে, আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: ১. আমার উম্মতের পেরেশানি দূরকারী, ২. আমার সুন্নাতকে জীবিত কারী, ৩. আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী। (আল বাদুরুস সাফেরাতি ফি উমুরিল

www.dawateislami.net

আখিরাতে লিস সুয়ুতি, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬) (২) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৫৫, হাদীস ১৫৭)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানা না

(৩) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো, সে আমার নয়। **(বুখারী, ৩/৪২১, হাদীস ৫০৬৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাত শিখার জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন। সুন্নাতের মহান আশিক, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যিনি এই যুগে সুন্নাতের এমন সাড়া জাগিয়েছেন যে, সকল যুবক বৃদ্ধের মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের আশিক বানিয়ে দিলেন। তিনি বলেন: আমরা হলাম আহলে সুন্নাতের অনুসারী এবং আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে ভালবাসি।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী, ৯ ডিসেম্বর ২০১৬)

www.dawateislami.net

শাহা! এ্যয়সা জযবা পা'ও কেহ মে খুব শিখ যাও
তেরী সুন্নাতে সিখানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান প্রতিদিন এক মনযিল কোরআনে করীম পাঠ করতেন এবং প্রতি সাত দিনে এক খতম কোরআনে পাক আদায় করতেন, এভাবে সাত রাতেও এক খতম কোরআনে পাক আদায় করতেন আর এগুলো দিনের নামাযে তিলাওয়াত ব্যতীত ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশার নামাযের পর কিছুক্ষণ আরাম করে সকাল পর্যন্ত নামায ও দোয়ায় লিপ্ত থাকতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯২, নম্বর ১৩৬৫৮) তিনি আরো বলেন: আমার সম্মানিত পিতা হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ধৈর্য ধারণকারী ছিলেন, তাঁকে মসজিদ, জানাযায় উপস্থিতি বা কোন মুসলমানকে সমবেদনা জ্ঞাপন ব্যতীত আর কোথাও দেখা যেতোনা আর তাঁর বাজারে ঘুরাফেরা করা অপছন্দনীয় ছিলো। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯৫, নম্বর ১৩৬৬৯) তিনি প্রতিদিন ৩০০

www.dawateislami.net

রাকাত নফল নামায আদায় করতেন আর যখন তাঁর উপর পরীক্ষা আসতো তখন অসুস্থতার পর তিনি প্রতিদিন ১৫০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন অথচ তখন তাঁর মুবারক বয়স ছিলো ৮০ বছর। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯২, নম্বর ১৩৬৫৭)

উতরতে চাঁদ ঢালতি চাঁদনী জো হো সকে কর লে
আন্ধেরা ইয়াক আতা হে ইয়ে দু'দিন কি উজালী হে

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের এই পংক্তিতে জীবনের মূল্যবান মূহুর্ত গুনাহ ও উদাসীনতার মধ্যে অতিবাহিত কারীদের জাগ্রত করার জন্য বলেন: হে উদাসীন যুবক! তোমার জীবনের চাঁদ কমতে শুরু করেছে অর্থাৎ তোমার বয়স প্রতিদিন কমছে, **আল্লাহ পাকের** যতো ইবাদত করার করে নাও, কেননা যেমনি ভাবে আরবী মাসের শেষ ১৫ দিন চাঁদ ছোট হতে থাকে, তেমনি ভাবে এখন তোমাদের জীবনও শেষ হতে চলেছে, অতিশীঘ্রই কবরের অন্ধকার চলে আসবে, জীবনের এই রঙ, আরাম ও আয়েশ শুধু দু'দিনের, আপন **প্রতিপালককে** সন্তুষ্ট করে নাও।

আমার প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মুবারক জীবনি ও চরিত্র সম্পর্কে পড়ে এর

www.dawateislami.net

উপর আমল করা এবং নিজের অন্তরকে দুনিয়ার ভালবাসা থেকে বাঁচানোর মানসিকতা তৈরি করা উচিত, নিঃসন্দেহে এমন একটি সময় আসছে যখন আমরা মারা যাবো অতঃপর আমাদের সাথে আমাদের কবরে কেউ আসবে না, আমাদের সাথে আমাদের ভালো ও মন্দ আমল সমূহ থাকবে, অবশিষ্ট জীবনটাকে গণীমত মনে করে সত্য অন্তরে নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা তৈরি করে নিন। **আল্লাহ** না করুক এই পর্যন্ত নামাযে অলসতা ছিলো, তবে এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে আদায় করার নিয়্যত করে নিন, হারাম উপার্জন করা হতো, তবে তা থেকেও তাওবা করে শরীয়তের চাহিদা পূরণ করুন, ঘুষের লেনদেন করা হতো, তাও পরিহার করুন, কেননা ঘুষ দেয়া ও নেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, ওয়াদা ভঙ্গ করা, গালিগালাজ এবং হক ক্ষুন্ন করা থেকে তাওবা করে আপন **প্রতিপালক**কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লেগে যান, অন্যথায় মনে রাখবেন! মৃত্যুর পর দুনিয়ায় পুনঃরায় আসার সুযোগ হবে না। আমাদের আকা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আখিরাতের ভাবনার পদ্ধতিতে শতকোটি মারহাবা! তিনি যখনই কোন জানাযায়

www.dawateislami.net

যেতেন তবে সেইদিন না আহার করতেন, না সেই রাতে ঘুমাতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কোন কবর দেখতেন তখন এমন ভাবে কান্না করতেন যেভাবে কোন মহিলা তার বাচ্চার মৃত্যুতে কান্না করে থাকে।

ঢল জায়েগী ইয়ে জাওয়ানী জিস পে তুজ কো নায হে
তু বাজালে চাহে জিতনা চার দিন কা সায হে

২০ বছরের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলো

হযরত আলী বিন আবি হারারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার মা ২০ বছর ধরে চলাফেরা করতে অক্ষম ছিলো। একদিন তিনি আমাকে বললেন; হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গিয়ে আরয করো যে, তিনি যেনো আমার জন্য দোয়া করেন। আমি তাঁর ঘরে পৌঁছলাম এবং দরজায় কড়াঘাত করলাম। তিনি দরজার নিকটেই উপস্থিত ছিলেন কিন্তু দরজা খুললেন না এবং জিজ্ঞাসা করলেন: কে? আমি বললাম: আমি এখানেরই বাসিন্দা, আমার মা দীর্ঘদিন ধরে চলাফেরা করতে অক্ষম, তিনি আমাকে আপনার নিকট দোয়া করানোর জন্য প্রেরণ করেছেন যে, আপনি যেনো **আল্লাহ পাকের** দরবারে তার সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটু রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: "আমি

www.dawateislami.net

এবিষয়ে আরো বেশি চাহিদা সম্পন্ন যে, তুমি আমার জন্য **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করো।" আমি যাওয়ার জন্য ঘুরলাম তখন তাঁর ঘর থেকে এক বৃদ্ধা মহিলা বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে এখন কি আপনি কথা বলেছিলেন? আমি বললাম: জ্বি হ্যাঁ। তখন তিনি উত্তর দিলেন: আমি তাঁকে দেখে আসলাম যে, তিনি **আল্লাহ পাকের** নিকট তোমার মায়ের জন্য দোয়া করছেন। হযরত আলী বিন আবি হারারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসলাম এবং দরজায় কড়াঘাত করলাম, তখন আমার সেই মা যিনি ২০ বছর যাবত চলাফেরা করতে অক্ষম ছিলেন তিনি নিজের পায়ে হেঁটে আসলেন এবং দরজা খুলে বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেছেন। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯৭, নম্বর ১৩৬৭৮)**

নিগাহে অলী মে ওহ তাসির দেখি
বদলতি হাজারো কি তাকদীরে দেখি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বুযুর্গদের দ্বারা দোয়া করানো

হে আশিকানে আউলিয়া! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن দ্বারা দোয়া করানোর পদ্ধতি শত শত বছরের পুরানো রীতি, আজও লোকেরা নিজের বাচ্চাদেরকে নেককার ব্যক্তি, বুযুর্গদের নিকট হতে দম করিয়ে থাকেন, নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁদের দ্বারা দোয়া করিয়ে থাকেন এবং যদি বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা থাকে ও তাঁদের দোয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তবে **আল্লাহ পাকের** রহমতে প্রায় সাথেসাথেই প্রভাব প্রকাশ হয়ে যায়, যেমনটি এখনই ঘটনাটিতে আপনারা পড়েছেন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও তাঁর নেককার বান্দা, আউলিয়ায়ে কিরামকে আদব ও সম্মান করার তৌফিক দান করুন।

অনাড়ম্বরতা ও নম্রতা

হযরত আলী বিন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন তাঁর ঘর এমন সাদাসিধে ছিলো যেমনিভাবে পরহেযগারীতা এবং বিনয় ও নম্রতার অনুসারী বুযুর্গ হযরত সুয়িদ বিন গাফালা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘরের গুণাবলী বর্ণিত ছিলো।

www.dawateislami.net

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৮৬, নম্বর ১৩৬৩০) হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত পিতা পাঁচবার হজ্ব পায়ে হেঁটে এবং দুইবার হজ্ব বাহনে আরোহন করে ও একবার হজ্বে শুধু ২০ দিরহাম ব্যয় করে ছিলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৮৭, নম্বর ১৩৬৩৪) হযরত নসর বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আখিরাতের ব্যাপার সর্বোত্তম ছিলো, কেননা তাঁর নিকট দুনিয়া এসেছিলো কিন্তু তিনি তাকে নিজের নিকট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯১, নম্বর ১৩৬৫১)

মুঝ কো দুনিয়া কি দৌলত না যর চাহিয়ে
শাহে কাওসার কি মিঠি নযর চাহিয়ে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জ্ঞানের সাগর

হযরত আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীসে পাকের জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু লোক হযরত আবু আছেম দ্বাহ্হাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত হলো, তিনি তাদেরকে দেখে বললেন: তোমরা ফিকাহ শিখছো না কেনো, তোমাদের মধ্যে কি কোন ফকীহ

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ আলিম) নেই? তারা আরয করলো: আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে। হযরত আবু আছেম দ্বাহ্হাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: কে? আমরা বললাম তিনি এখনি আসবেন। অতঃপর যখন আমার সম্মানিত পিতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরীফ আনলেন তখন লোকজন বললেন: তিনি এসে গেছেন। হযরত আবু আছেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে দেখে আরয করলেন: সামনে আসুন! তিনি বললেন: লোকজনের গর্দান টপকিয়ে যাওয়াকে আমি অপছন্দ করিনা। হযরত আবু আছেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই বিষয়টি তাঁর ফিকাহ থেকে, তাঁর জন্য জায়গা প্রশস্ত করো। লোকেরা জায়গা প্রশস্ত করে দিলো, তখন তিনি সামনে আগমন গেলেন। হযরত আবু আছেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে নিজের সামনে বসিয়ে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি এর উত্তর দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি এরও উত্তর দিলেন, অতঃপর তৃতীয় মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি এরও উত্তর দিলেন। অতঃপর আরো মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি সবগুলোরও উত্তর দিলেন। এটা দেখে হযরত আবু আছেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এ তো দেখি জ্ঞানের সাগর।

(মানাকিবে ইমাম আহমদ লি ইবনে জাওযী, ৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শান ও শওকত

হযরত ইমাম আবু দাউদ সাজিসতানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইলমে দ্বীনের ২০০জন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত করেছি কিন্তু তাঁদের মধ্যে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো কাউকে দেখিনি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৭৫, নম্বর ১৩৫৬৭)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইমাম আবু জুরআ রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি জ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতো কাউকে দেখিনি আর যেমনিভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তিনি অটল থাকতেন তেমনি আর কেউ ছিলো। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি (আমার উস্তাদ) হযরত হুশাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তাঁর জীবদ্দশায় মুখস্ত করে নিয়েছি। **(মানাকিবে ইমাম আহমদ লি ইবনে জাওযী, ৮৪-১৬৩ পৃষ্ঠা)** তাঁর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিলো।

(তাবকাতিশ শাফেয়ী লিল সাকেবী, আহমদ বিন মুহাম্মদ হাম্বল, ২/৩১, নম্বর ৭)

হাদীস শরীফ দেখে বয়ান করতেন

ইলমে হাদীসের অনেক বড় ইমাম হযরত আলী বিন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সাথীদের মধ্যে ইমাম

www.dawateislami.net

আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চেয়ে বেশী হাদীস শরীফের হাফিয কেউ ছিলো না। তিনি হাদীসে পাক নিজের কিতাব দেখে বর্ণনা করতেন এবং এতে আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে। (মানাকিবে ইমাম আহমদ লি ইবনে জাওযী, ৪৭ পৃষ্ঠা) (আমরাও হাদীসে পাক দেখে বয়ান করবো)।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার সম্মানিত পিতাকে কিতাব ব্যতীত মুখস্ত হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি, শুধু কিছু সংখ্যক হাদীস ব্যতীত, যার সংখ্যা ১০০ এর চেয়ে কম হবে।

(মানাকিবে ইমাম আহমদ লি ইবনে জাওযী, ৩৪৯ পৃষ্ঠা)

সতর্কতা কঠোর সতর্কতার প্রয়োজন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দশ লক্ষ হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত ছিলো এবং তিনি ছিলেন সেই সময়ের হাদীসে পাকের আলিমদের ইমাম ছিলেন, এরপরও তাঁর বিনয় ও নম্রতাকে শত কোটি মুবারক বাদ যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস শরীফ দেখে বয়ান করতেন। এতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে কেননা হাদীসে পাকের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, নিজের অনুমানে কোন বিষয়কে হাদীসে পাক বলে দেয়া বা নিজের অনুমানে কোন বর্ণনাকে হাদীসে পাক হওয়াকে অস্বীকার করে দেয়া অনেক

www.dawateislami.net

বড় নির্ভিকতা ও সাহসীকতা, এমন সাহসীকতা কখনোই দেখানো উচিত নয়।

মন্দ মৃত্যুর আশঙ্কা

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জ্ঞান ব্যতীত কোনো ব্যক্তির **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসের ব্যাপারে কথা বলাতে ভয় করা উচিৎ এবং এই ইলমে হাদীসের জ্ঞানার্জনের জন্য লাগাতার চেষ্টা করা উচিত, যতক্ষণ না সে এই ইলমে হাদীসের বিষয়ে দক্ষতা (Spiciality) ও পরিপূর্ণতা অর্জিন হয়ে যায়, তা ব্যতীত হাদীসে পাকের বিষয়ে কথা বলা ব্যক্তি যেনো এই হাদীসে পাকের হুকুমে প্রবেশ না করে যে, যে ব্যক্তি না জেনে কথা বলে তার উপর **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতাদের অভিশাপ, আর সে যেনো এই বিভ্রান্তিতে না থাকে যে, পৃথিবীতে তো এমন কেউ নেই, যে এতে অস্বীকারকারী হবে, কিন্তু মৃত্যুর পর তার জানা হয়ে যাবে বা কবরে কিংবা পুলসিরাতে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে তার সামনে থাকবেন এবং তাকে যেনো এভাবে ইরশাদ করবেন যে, তুমি আমর হাদীসের ব্যাপারে কিভাবে না জেনে কথা বলার সাহস করলে বা এভাবে ইরশাদ করবেন যে, তুমি এই বিষয়টি বাতিল করেছো, যা আমি ইরশাদ করেছি, কিংবা আমার দিকে এমন

www.dawateislami.net

কথার ইঙ্গিত করেছ যা আমি ইরশাদ করিনি, তুমি কি আমার উপর অবতীর্ণ হওয়া কোরআনে করীম পড়োনি যে, এই বিষয়ের পেছনে পরবে না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। নিঃসন্দেহে কান, চোখ এবং অন্তর, এদের প্রত্যেকের নিকট প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং ঐদিন মহা দূভার্গ্য ও খুবই অপমানজনক হবে। তাও ঐ অবস্থায়, যখন ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করবে, অন্যথায় আরো ভয়াবহ হবে। অনেক গুনাহ এমনও রয়েছে যাতে মন্দ মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুর সময় ঈমান হারা হওয়ার কারণ হলো অত্যাচার আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস সম্পর্কে না জেনে কথা বলার সাহসের চেয়ে বড় অত্যাচার আর কি হতে পারে। আমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

(আল হালি লিল ফতোয়া, ২/১৩৭-১৩৮)

ডর লাগতা হে ঈমান কাহিঁ হো জায়ে না বরবাদ
সরকার বুড়ে খাতেমে সে মুঝ কো বাঁচানা
জব রূহ মেরে তন সে নিকালনে কী ঘড়ি হো
শয়তানে লা'য়িন সে মেরা ঈমান বাঁচানা

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(এই পুস্তিকাটি পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরসে পাক উপলক্ষ্যে লিখা হয়েছে। তাঁর পবিত্র জিবনী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ঘটনাবলী আপনারা পরবর্তী সংখ্যায় পাবেন।)

www.dawateislami.net

বৃদ্ধ অবস্থায়ও ১৫০ রাকাত

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন ৩০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন, যখন তাঁর উপর কঠিন পরিক্ষা আসলো তখন অসুস্থতার পড়ে ১৫০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন, এমনকি এ অবস্থায় তাঁর মোবারক বয়স ৮০ বছর হয়েছে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯২, নং: ১৩৬৫৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net